দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 JAN 1997 ...
পৃঃ ... কলাম 2

মুক্তিযুদ্ধ

কি আসছে নতুন পাঠ্য পুস্তকে

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দেশটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে।' -এটাই তো সত্য। এটাইতো প্রকৃত ইতিহাস। আগামী তরুণ প্রজন্মের কাছে এই সত্যটাকে পৌঁছে দেবার জন্য পাঠ্যপুস্তকে আনা হয়েছে পরিমার্জন এবং সংশোধন। নতুন বছর ১৯৯৭ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে আসছে সংশোধিত নতুন বই, আসছে সত্য ইতিহাসের বই।

স্বাধীনতা লাভের একুশ বছর অতিক্রান্ত এই বাংলাদেশ। অথচ বাঙালি জাতির গৌরব একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে উন্মোচিত হতে পারেনি তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে। বার বার এর ওপর কালি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভ্রান্ত হয়েছে প্রজন্ম। ইতিহাসে কালি মাখলেও সত্যের দাগ কখনো মুছে যায় না। যেতে পারে না। তাই দেশ ও সমকালীন বিশ্বের চাহিদার নিরিখে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রধান লক্ষ্যসমূহঃ শিক্ষার্থীদের নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করা, শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা। আর সব কটি লক্ষ্যকে ঘিরে রাখবে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই আদর্শ বাস্তবে রূপ দিতে স্কুল পর্যায়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১৯টি পাঠ্যবইয়ে সংশোধন করা হয়েছে। বইগুলোর মধ্যে আছে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস এবং ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান।

এ যাবৎকার বইয়ে যেসব জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের তথ্য অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করা ছিল সেসব জায়গায় সম্পূর্ণ তথ্য সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর অবদান, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা, অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম, মুক্তিবাহিনী গঠন, মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, বীর শ্রেষ্ঠদের সঠিক পরিচিতি, সেক্টর কমান্ডারদের কার্যক্রমসহ মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব গাঁথা দিনগুলোর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান এবং নবম-দশম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর জীবনী। অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের বর্ণনা, রেসকোর্স ময়দানের ছবি, ৬ দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংশোধন করার জন্য সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছিলো। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমেদ ছিলেন এই কমিটির আহ্বায়ক। সংশোধন কমিটি পাঠ্যপুস্তকের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি টেক্সট বুক বোর্ডকে জমা দেন। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পাণ্ডুলিপি-বিষয় স্কুল পর্যায়ের বিভিন্ন বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ, কাউকে অবমূল্যায়ন কিংবা হেয় করার জন্য বইয়ে সংশোধন দেয়া হয়নি। জাতীয় স্বার্থে তরুণ প্রজন্মকে ইতিহাসমনস্ক কর্মমুখী করে তোলার জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যাদের সমস্ত সত্তায় জুড়ে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ❑ আনজীর লিটন